করোনায় মারা গেলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শিল্পীর পারিবারিক বন্ধু আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আসাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মুর্তজা বশীর দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগ, ফুসফুস ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। এছাড়া তার করোনা ‘পজিটিভ’ ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্তজা বশীরকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তিনি সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শুক্রবার তার করোনা পরীক্ষা করা হলে ফলাফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার সকাল থেকে তার পালস পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে শনিবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ চিত্রশিল্পীকে এর আগেও বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা নিয়ে একাধিকবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

বহু ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে মুর্তজা বশীর ১৯৩২ সালের ১৭ অগাস্ট ঢাকার রমনায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

বাংলাদেশে বিমূর্ত বাস্তবতার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মুর্তজা বশীরের দেয়াল, শহীদ শিরোনাম, পাখা ছাড়াও বেশকিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রমালা রয়েছে।

পেইন্টিং ছাড়াও ম্যুরাল, ছাপচিত্রসহ চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি কাজ করেছেন।

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা উপন্যাস ‘আলট্রামেরিন’। মুদ্রা ও শিলালিপি নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন।

চিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৮০ সালে একুশে পদক পান মুর্তজা বশীর; স্বাধীনতা পুরস্কার পান ২০১৯ সালে।

যুগান্তর রিপোর্ট

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৩৪১ জন।

বিস্তারিত আসছে……..

ঝিনাইদহে নবজাতক শিশু উদ্ধার, সব দায়িত্ব নিলেন ওসি মিজানুর রহমান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের তেতুলতলা বাজার এলাকার মায়াধরপুর গ্রামের নুরগীতলা নামক স্থানে এক নবজাতক ছেলে শিশু উদ্ধার করল সদর থানা পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি নবজাতক শিশুকে

দেখে এলাকাবাসী থানা পুলিশকে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরো জানান, বাচ্চাটির সুচিকিৎসার সকল ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছি। বাচ্চাটি এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। আগ্রহী নিঃসন্তান দম্পতিরা বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ভিড় করছে ও ফোন দিচ্ছে। বাচ্চাটি নিরাপত্তার জন্য আমাদের থানার নারী কনস্টেবল নিয়োজিত করা হয়েছে।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য বাচ্চাটিকে আগে সুস্থ করে তোলা। তারপর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে দুদকে

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময় মাস্ক-পিপিইসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল কালাম আজাদকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক।

দুদক পরিচালক শেখ মো. ফানাফিল্লাহর নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা আজ বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও প্রতারক সাহেদের রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির প্রসঙ্গেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এর আগে গতকাল বুধবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুদক পরিচালক মীর

মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল সকাল ১০টা থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডা. আবুল কালাম আজাদকে।

ওইদিন একই অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডা. মো. আমিনুল হাসান, উপপরিচালক মো. ইউনুস আলী, ডা. মো. শফিউর রহমান ও গবেষণা কর্মকর্তা ডা. মো. দিদারুল ইসলামকে।

গত ২১ জুলাই বিতর্ক আর সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জনপ্রশাসন সচিবের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. দ্বীন মোহাম্মদ নুরুল হক অবসরে যাওয়ার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁকে আরো দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ নিয়োগ দেন। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে চরম দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা শৈথিল্য, পক্ষপাত এবং নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ৬ আগস্ট দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদকে তলব করা হয়।

সূত্র- কালের কন্ঠ

সাবরিনা-আরিফুলসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি

২০ আগস্ট

করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে প্রতারণার মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন আদালত। ঢাকা মহানগর হাকিম সরাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

এ মামলায় অভিযুক্ত অন্য আসামিরা হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

এর আগে বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরের পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিটটি দাখিল করা হয়। এতে সাবরিনা ও আরিফকে মূল হোতা বলে উল্লেখ করা হয়। বাকিরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে তাদের সহযোগিতা করেছেন।

গত ২৩ জুন সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরেরদিন ২৪ জুন আরিফ চৌধুরী ও সহযোগী সাঈদ চৌধুরীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেও বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পর ১৫ জুলাই আরিফুলের ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ১৬ জুলাই রিমান্ডে মুখোমুখি হন আরিফ-সাবরিনা।

এর আগে গত ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সাবরিনাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে তেজগাঁও থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। ১৩ জুলাই তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ জুলাই আরো দুদিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে ২০ জুলাই আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

আলমডাঙ্গায় করোনায় এক নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি নিহত হন। বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানে সরকারী নিয়মানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা উপসর্গ দেখা দিলে রুমু বেগমের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়। গত ৮ তারিখে তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার উসমানপুর-প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও থানাপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল গনির স্ত্রী রুমু বেগম (৪২) দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার জ্বর ও শ্বাসকষ্টও বহুগুনে বেড়ে যায়।

নমূনা নেওয়া হলে গত ৮ আগস্ট রুমু বেগমের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। তাকে গত পরশু চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই সাথে আব্দুল গনি মাস্টারের মা ও ছেলেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে স্বল্প পরিসরে রুমু বেগমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আলমডাঙ্গার সভাপতি মৌলানা ওমর ফারুকের নেতৃত্বে দারুস সালাম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই হাসনাইন।

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
বুধবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ৪১টি যার মধ্যে ১৮জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে । এর মধ্যে ১২ জন, গাংনীর ৬ জন । এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৬ টি ।

সিভিল সার্জন আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৮৪৪ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬৬৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৭৮ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৫৯ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২২ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ১২৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৬৬ জন, গাংনীতে ৪৩ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন-গাংনী মালাসাদহের শফিউদ্দিন, রোবেয়া খাতুন, চৌগাছার কামরুল আলম, গাড়াডোব গ্রামের সফিউল ইসলাম, গাংনীর ফুড কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান, সাহারবাটির মাসুদ, কাজীপুরের মহাবুর রহমান, মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার তোজা, সার্কিট হাউস পাড়ার বিজয়, লতিফা খাতুন, মন্ডলপাড়ার রেবেকা খাতুন, গড় পাড়ার তোহা, ঘোষপাড়ার মনি কুমার সাহা, ফুলবাগান পাড়ার সালমা, বোসপাড়ার মহিদুল ইসলাম।

কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি হোক: সাবেক স্বাস্থ্য ডিজি

সাবেক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, আমি কোন দুর্নীতি করিনি, কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি হোক। সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের তদন্ত করতে দুদককে সব ধরনের সহযোগীতা করা হবে। বুধবার (১২ আগস্ট) দুদক কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লিখিত বক্তব্যে তিনি

এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি নিজেকে সৎ দাবি করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ডাকে সাড়া দিয়ে সকাল ১০টার কিছু আগে সেগুনবাগিচার কার্যালয়ে যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আবুল কালাম। এরপর ১০টার দিকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দুদক। আগামীকাল বৃহস্পতিবারও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলবে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনটার দিকে দুদক কার্যালয় থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সাবেক এই কর্মকর্তা। এসময় তিনি সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এসময় তিনি দাবি করেন, ‘কিছু দিন ধরেই তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমি কোনো দুর্নীতি করিনি, আমি সৎ, দক্ষ ও সজ্জন হিসেবে কাজ করেছি। দুর্নীতি যেই করুক আমি তার শাস্তি চাই, দুদককে আমি সহযোগিতা করব। তিনি আরও বলেন, যেহেতু আমার সময়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাই আমি পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। একটি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে ‘

করোনাকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী ও শেখ মো. ফানাফিল্যা পৃথক চিঠির মাধ্যমে তাকে তলব করেছিলেন। মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিএমএসডি-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার নিমিত্ত নিন্মমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জামাদি ক্রয়সহ বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহের নামে অন্যান্যদের যোগসাজশে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতপূর্বক অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার বক্তব্য গ্রহণের জন্য তলব করা হয়।

অতীব জরুরি এই পত্রে, ১২ আগস্ট দুদকে হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করা হয়। পত্রে আরো বলা হয়, নির্ধারিত সময়ে হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদানে ব্যর্থ হলে বর্ণিত অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে তার কোন বক্তব্য নেই মর্মে গণ্য করা হবে।

অপরদিকে দুদক পরিচালক শেখ মো. ফানাফিল্যা স্বাক্ষরিত পত্রে ১৩ আগস্ট অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদকে তলব করা হয়েছে। এই পত্রে বলা হয়, সাহেদ, চেয়ারম্যান, রিজেন্ট হাসপাতাল লিঃ, উত্তরা, ঢাকা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে করোনা সনদ দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকে চলমান অনুসন্ধানের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাকে (জনাব আবুল কালাম আজাদ) তলব করা হয়েছে।

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনা বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করার আহ্বান কাদেরের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন একেবারে বন্ধ না করে সপ্তাহে দুই দিন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণ, মৃত্যুসহ প্রতিদিন স্বাস্থ্য বিভাগের আপডেট বন্ধ হলে এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জনমানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনীহা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি গুজবের ডালপালা বিস্তারের আশংকাও থেকে যাবে। এ সময় বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজ বুধবার সিলেট জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এ আহ্বান জানান। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনার এ সময়ে সরকার জনসমাবেশ বা কোনো ধরনের সমাগম সংক্রমণ রোধের স্বার্থে বন্ধ

ঘোষণা করেছে। কোনো ধরনের অনিয়ম কিংবা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সরকার দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে মানববন্ধন ও রাজনৈতিক কর্মসূচি করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি করতে পারে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেকোনো মামলার সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং এ সময়ে সবাইকে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ না হলে সরকারের ব্যয় বেড়ে যায় উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, সময়মতো নির্মাণকাজ শেষ করতে ব্যর্থ হওয়া ঠিকাদার এবং তদারককারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বল্পসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনে জেলা প্রশাসকদের অধিকতর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা দেখা দিলে নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। জেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্প এলাকার সড়ক প্রকৌশলীদের সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি।

প্রকৌশলীদের মাঠ পর্যায়ে চলমান সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার কাজে নিবিড় তদারকি এবং পরিদর্শন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ভবিষ্যতে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় নেয়া হবে।

তিনি বলেন, সিলেটবাসীর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এ মহাসড়ক উন্নয়নে অর্থায়ন চূড়ান্ত করেছে। সিলেট শহর থেকে বিমানবন্দর এবং কুমারগাঁও হতে বাদাঘাট হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ক দু’টি চার লেনে উন্নীত করার কাজও শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু গণপরিবহন করোনাকালের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বয় করা ভাড়া ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, অর্ধেক আসন খালি রাখার কথা থাকলেও অনেক পরিবহন তা প্রতিপালন করছে না। এ বিষয়ে মন্ত্রী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও

বিআরটিএ’কে অভিযুক্ত পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যর মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহারিয়ার হোসেন, সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহাসহ বিভিন্ন সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দেশে এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮ জন।

তবে আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়া কোভিড রোগীর সংখ্যাও কম নয়। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৫৫০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৭৫১টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯৯৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৫১৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ১১৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর